Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 24 - 29
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 24 - 29
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রামায়ণ মহাকাব্যে উপনিষদের প্রভাব

নীতা মহুলি
সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ
খলিসানী মহাবিদ্যালয়
Email ID : nitamahuli4@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Dharma, Moksha, Ramayana, Philosophy, Nishkam karma, Sannyas, Salvation, Katha-Upanisad, Isa-Upanisad.

Abstract
The early poet Valmiki composed the epic Ramayana based on the life of Rama. The Ramayana is indeed a great treatise on personal qualities and conduct. The greatness of Ramayana seems to lie close to the head and heart of the common people. The sources of Indian philosophical thought are the Vedas or Upanisads. In the Valmiki Ramayana philosophical thoughts of Upanisads is widely seen. There are two fundamental concepts that almost all hindu believe, those are Reincarnation and Karma. The Ramayana was heavily influenced by the Upanisads and in fact adopted the Upanisads as a way of life in the world of thought. In the Ramayana, the thought of the Upanisads is reflected through various duties and actions.

Discussion

রামায়ণ রমণীয় ও মহনীয় মহাকাব্য। ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের জীবনচরিতকে কেন্দ্র করে মহর্ষি বাল্মীকি যে বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই হল *রামায়ণ।* চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকে রচিত এই কাব্যগ্রন্থ পরিমাণের দিক থেকে যেমন মহৎ ঠিক তেমনি ভাষায়, ভাবে, গাম্ভীর্যে, অর্থগৌরবে ও রসপুষ্টিতে *রামায়ণের* মহত্ত্ব অনস্বীকার্য –

> "চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
> তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্কান্ডানি তথোত্তরম্।। ১-৪-২।।"[১]

অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতায় ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মনুষ্যজীবনে চতুর্বর্গ অবলম্বনের উপদেশ শাস্ত্রের সর্বত্র সুপ্রকট। এই চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষ পরমপুরুষার্থ এবিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। ধর্ম-অর্থ-কাম মানুষের নানা কামনাকে তৃপ্ত করে। কিন্তু মোক্ষ কোন কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি করে না, কারণ কামনা-বাসনার উচ্ছেদই মোক্ষ। মোক্ষ মানুষকে জগৎ থেকে বিযুক্ত করে, জগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে। মোক্ষ মানে জীবন থেকে মুক্তি নয়, বরং মোক্ষ এই জগতেই এমন এক জীবনের সূত্রপাত করে যা নিরাসক্ত, নির্মোহ। মোক্ষই একমাত্র নিত্য, যার কখনও বিনাশ হয় না। আর এই মোক্ষই উপনিষদের মূলতত্ত্ব। *রামায়ণে* ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষবিষয়ক বহু উপদেশ থাকলেও *রামায়ণে* ধর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ধর্মপথে থেকেও গৃহীর জীবন-যাপন করেও বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তা *রামায়ণের* প্রধান চরিত্রগুলির দ্বারা প্রদর্শিত। ধর্মাচরণপূর্বক চারটি আশ্রমের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসে প্রবেশ করতে পারলেই ত্যাগ শিক্ষা হয়। কর্মফল ত্যাগ মোক্ষের দ্বার। *ঈশোপনিষদের* প্রথম মন্ত্রটিতে এই ত্যাগের কথায় বলা হয়েছে –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 24 - 29
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।। ১।।"[২]

অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বিদ্যমান সেই সমস্ত বস্তু পরমেশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদিত। তাই জীবন ধারণের জন্য যেটুকু বরাদ্দ সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, কখনও কারও ধনসম্পত্তিতে লোভ বা আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। এবং *মহানারায়ণ উপনিষদে*ও একই কথা বলা হয়েছে– আমি, আমার চিন্তা ত্যাগ অর্থাৎ অহং ভাবের বিনাশই ত্যাগের পথ। পুনরায় *ঈশোপনিষদের* দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হচ্ছে –

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।। ২।।"[৩]

অর্থাৎ কর্ম এবং সন্ন্যাসের পথ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। কর্ম ও সন্ন্যাস উভয়ের অনুশীলন করতে হবে। সন্ন্যাস বা ত্যাগই কর্মকে অতিক্রম করে। আর ত্যাগ মনোভাব নিয়ে কর্ম করতে করতে মানুষ শতবছর জীবিত থাকার ইচ্ছা করবে, এছাড়া মানুষের অন্য কোন গতি নেই। এই বৈরাগ্য তথা সন্ন্যাসই মোক্ষের উপায়। এটাই সংসারী পুরুষের চরম অবস্থা। আর এই আদর্শেই গৃহী রামচন্দ্র তাঁর জীবনে প্রতিপাদিত করেছেন।

রামায়ণ হচ্ছে পারিবারিক সম্পর্কেরই মহাকাব্য। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন মহাকাব্যে পারিবারিক সম্পর্কের এরূপ উচ্চতম আদর্শ কখনও দেখা যায়নি। *রামায়ণে* পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ মনোভাব নিয়ে সম্পন্ন করতে দেখা যায়। আর এই আদর্শ আমরা *রামায়ণের* বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই। পুত্রের প্রতি স্নেহশীল পিতা দশরথ। কৈকেয়ী দশরথকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর পূর্ব-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দুটি বর-প্রদানের কথা। দশরথের কাছে কৈকেয়ী চাইলেন শ্রীরামচন্দ্রের বদলে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে আর রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠাতে হবে–

"ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে নৃপায়াবেদয়িষ্যসি।
বনং তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম্।। ৯-৫৮।।"[৪]

অর্থাৎ মর্মাহত হলেও সত্যপাশে আবদ্ধ দশরথের তখন কৈকেয়ীর কথা মেনে নেওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাম বনবাসে গেলেন এবং স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গী হয়ে গেলেন রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাদেবী আর ভ্রাতা লক্ষ্মণ, পিতার আদেশে শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য ত্যাগ করতে একবারের জন্যও ভাবলেন না। সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ সেই একই পথের পথিক হলেন। আর ভরত মায়ের চেষ্টায় রাজ্যলাভের আশাতীত সুযোগ পেয়েও রাজ্য-লোভ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। ভরত রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনতে গেলেও পিতৃসত্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর রাম রাজ্যে ফিরলেন না। ভরত রাজ্যে ফিরে রামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে নির্লিপ্ত মনে রামের পক্ষে রাজ্যশাসন শুরু করলেন। রাজ্যলাভ করেও জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য সন্ন্যাসব্রতধারী ভরতের নির্লোভ চরিত্রের জন্য *রামায়ণের* গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে উঠলেন। স্বামীর প্রতি অনুরক্তা স্ত্রী কৌশল্যা, ভ্রাতার জন্য সর্বস্বত্যাগী লক্ষ্মণ আর মাতা সুমিত্রা তাঁর পুত্র লক্ষ্মণকে একবারের জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের সাথে যেতে বাঁধা দিলেন না। অনুজ লক্ষ্মণ, ভরত, ভ্রাতৃভক্ত শত্রুঘ্ন, স্বামীর জন্য সর্বপ্রকার কষ্টসহিষ্ণু ও পতিপরায়ণা স্ত্রী সীতাদেবী এই সকল চরিত্রে, তাদের কর্তব্য-কর্মে উপনিষদের তত্ত্ব প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে –

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।। ১।।"[৫]

অর্থাৎ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার উৎস শ্রুতি। শ্রুতির মধ্যে আবার প্রধানস্থান অধিকার করেছে উপনিষদ্। উপনিষদ-কে শ্রুতিশির বলা হয় –

"তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি।। ১৫।।"[৬]

অর্থাৎ উপনিষদের মূলতত্ত্বই হল আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব। তিল-এর মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে তেল বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তেলটা খালিচোখে দেখা যায় না, পরে তিল পেশায় করা হলে তিলের মধ্য থেকে তেল বহির্গত হয়। আবার যেমন দুধের মধ্যে সারভূত ঘি বিদ্যমান থাকে তদ্রূপ পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে আছে। পরমাত্মা সর্ববস্তুর মধ্যে আছে। পরমাত্মাই সাধুব্যক্তিকে

সৎকর্ম করায়। আর উপনিষদ্ দ্বারাই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করা যায়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি সর্বদা নিরলসভাবে ত্যাগ মনোভাব নিয়ে কর্ম করে যাবে। *রামায়ণে*র সর্বত্র-আখ্যানে, উক্তি-প্রত্যুক্তিতে, উপদেশে, স্তবস্তুতিতে উপনিষদের ভাবধারা পরিস্ফুট। *রামায়ন* উপনিষদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত এবং চিন্তাজগতে বস্তুতঃ উপনিষদকেই জীবনস্বরূপ গ্রহণ করেছেন।

আমরা সকলেই জানি যে শ্রীরামচন্দ্র হলেন নররূপী দেবতা। মানব জন্ম দুর্লভ জন্ম। জীব নানা দেহে নানারূপে জন্মগ্রহণ করবার পর মানবরূপে এই পৃথিবীতে আসে। এমনকি দেবতাদের নিকটও এই মানবদেহ বহু আকাঙ্খিত। দেবতাগণ তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন।

অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের সংস্থাপন করতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহ ধারণ করছেন বিভিন্ন যুগে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* এবিষয়ে উক্ত হয়েছে –

> “পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮॥”[৭]

অর্থাৎ *রামায়ণে* শ্রীরামচন্দ্র সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, পাপকারি রাক্ষসদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য বিভিন্ন নিষ্কামকর্ম করতে দেখি।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদ্ থেকে আমরা জানতে পারি যে –

> “ওঁ চিন্ময়েঽস্মিন্মহাবিষ্ণৌ জাতে দশরথে হরৌ। রঘোঃ কুলেঽখিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিতঃ।। স রাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রকটীকৃতঃ রাক্ষসা যেন মরণং যান্তি স্বোদ্রেকতেঽথবা।। ১-২।।”[৮]

অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পুরুষোত্তম মহাবিষ্ণু হরি রঘুবংশে দশরথগৃহে জন্মগ্রহণ করবে এবং তাঁর দ্বারা রাক্ষসগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হবে যাকে রাম নামে সকলে অভিহিত করবে। ‘রাতি’-এই শব্দের ‘রা’ ও ‘মহীস্থিত’-শব্দের ‘ম’যোগে ‘রাম’ শব্দের উৎপত্তি অথবা রাক্ষসের ‘রা’ ও মরণের ‘ম’ শব্দযোগে রাম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। *রামপূর্বতাপনীয়োপনিষদে* শ্রীরামচন্দ্রকে সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ এই দু-ভাবেই দেখানো হয়েছে। তিনি নিতান্ত মনোজ্ঞ ছিলেন। রাহু যেমন চন্দ্রকে প্রভাহীন করে, সেরূপ তিনি মানবরূপে রাক্ষসগণকে নিষ্প্রভ করেছেন, এজন্য তিনি রাম নামে ভুবনে বিখ্যাত –

> “রামনাম ভুবি খ্যাতমভিরামেণ বা পুনঃ।
> রাক্ষসান্মর্ত্ত্যরূপেণ রাহুর্ম্মনসিজং যথা।।৩।।”[৯]

অর্থাৎ রাজা দশরথ পুত্রকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ অথর্বোক্ত মন্ত্রে যথাবিধি পুত্রকামনায় পুত্রীয়েষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। এই সময় দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন ভগবান রাক্ষস রাবণ আপনার প্রসাদে বলদৃপ্ত হয়ে আমাদের পীড়ন করছে, সে যাতে বিনষ্ট হয় তার উপায় স্থির করুন। ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, রাবণ আমার কাছে এই আশীর্বাদ চেয়েছিল যে – গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসের হাতে তাঁর মৃত্যু যাতে না হয়, আমিও তাকে সেই বর দিয়েছি। সে অবজ্ঞাবশে মানুষের নাম করেনি, সেই মানুষই তাকে বধ করবে। এমন সময় শঙ্খচক্রগদাপাণি গরুড়বাহন বিষ্ণুও সেখানে এলেন। তখন দেবগণ স্তব করে তাঁকে বললেন – বিষ্ণু লোকের হিতকামনায় আমরা তোমাকে একটি কার্যের ভার দেব। অযোধ্যাপতি দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কর এবং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে দেবতার অবধ্য রাবণকে বধ কর। সেই রাক্ষস সকলের উপর অত্যাচার করছে, তাঁর নিধনের জন্য আমরা তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। বিষ্ণু উত্তরে বললেন – তোমরা ভীত হয়ো না, আমি রাবণকে সংহার করব। স্বয়ং বিষ্ণুই রামরূপে অবতরণ করলেন। আবার তাড়কাবধ-এর কথাও আমরা জানতে পারি। সুতরাং প্রজারক্ষার জন্য নৃশংস বা অনৃশংস পাপজনক বা দোষযুক্ত সকল কর্মই করতে দেখা যায় রামকে।

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র নিজের কর্মের মাধ্যমে শ্রেয়ো লাভের প্রচেষ্টা করেছেন। কারণ রাম হচ্ছেন সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন। রাম-রাবণের যুদ্ধে আমরা দেখতে পাই সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি ও রাক্ষস অর্থাৎ আসুর প্রবৃত্তির সংগ্রাম। রামকে দেবশক্তি ও রাবণকে আসুরীশক্তির প্রতীকরূপে ধরা হয়। রামের জীবনে বহুবার ‘শ্রেয়ঃ’ ও ‘প্রেয়ঃ’ একসঙ্গে উপস্থিত হয়েছে।

প্রতিবারই তিনি অবিকৃতচিত্রে 'শ্রেয়ঃ'কেই গ্রহণ করেছেন। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বিষয়ে *কঠোপনিষদে* যম নচিকেতাকে উপদেশ দিয়েছেন–

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরেঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ বৃণীতে।। ২।।"[১০]

অর্থাৎ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ দেবশক্তি ও প্রেয়ঃ অর্থাৎ অসুর-শক্তিব্যতীত কিছুই নহে। কষ্টসাধ্য শ্রেয়োলাভ সাধারণ মানুষের কাম্য হতে পারে না। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ মানুষের নিকট একসাথে উপস্থিত হয়। হংস যেমন জল থেকে দুগ্ধকে পৃথক করে, সেইরূপ বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-এর পার্থক্য করে শ্রেয়ঃ-এর পথ অবলম্বন করে। শ্রীরামচন্দ্র তাই তাঁর প্রত্যেকটি কর্ম নিষ্কামভাবে করেছেন। রাজ্যাভিষেকের সময় শ্রীরামচন্দ্র বননির্গমনের আদেশ পেলেন। তিনি কোনো রকম প্রতিবাদ না করে, কোনো রকম ক্রোধ, ক্ষোভ প্রকাশ না করে, পিতা দশরথকে দোষারোপ না করে, তিনি ত্যাগ মনোভাব ধারণ করলেন।

আমরা সকলে জানি শ্রীরামচন্দ্রের সাথে সীতাদেবী বনবাসে গিয়েছিলেন। সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন—

"যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরা প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ।। ৩০-১৯।।"[১১]

অর্থাৎ আমি তোমার সাথে জনহীন দুর্গম বনে যাব, যেখানে বহুপ্রকার মৃগ ও শার্দুল বিচরণ করে। আমি যেমন পিতার ভবনে ছিলাম, তেমনিই বনে সুখে বাস করব, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভাবব না, কেবল পতির সহবাসই ভাবব। সংযত ব্রহ্মচারিণী হয়ে নিত্য তোমার সঙ্গে থাকব। অতএব শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য, স্ত্রী-সীতাদেবী স্ত্রীকর্তব্য পালনের জন্য, অনুজ লক্ষণ ও ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য সকলেই নিষ্কামকর্ম করছেন। এই নিষ্কামকর্ম সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে–

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।। ৪-১৮।।"[১২]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, সেই ব্যক্তিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান।

রামের নির্বাসনে শোকবিধুরা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে রামের স্বরূপ সম্বন্ধে মাতা সুমিত্রা বলেছেন – রাম সূর্যেরও সূর্য, অগ্নিরও অগ্নি, প্রভুরও প্রভু ইত্যাদি। এই উক্তির সাথে *কেনোপনিষদ্* ও *বৃহদারণ্যকোপনিষদের* মন্ত্রের সাদৃশ্য রয়েছে –

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষচক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।।"[১৩]

"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্রম্।।"[১৪]

অর্থাৎ রাবণের সহিত যুদ্ধে বিজয়লাভের জন্য রণক্লান্ত ও চিন্তামগ্ন রামকে অগস্ত্যমুনি আদিত্যহৃদয়স্তোত্র বলেছিলেন। সূর্যদেবতার স্বরূপ ও মাহাত্ম্যের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য নেই। এখানে বর্ণিত আদিত্য দেবতা ব্রহ্মেরই নামান্তর। *ঈশোপনিষদের* দুটি মন্ত্রে এই একই কথার বর্ণনা আমায় পাই–

"হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।। ১৫।।
পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীণ্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
মোঽসাবসৌ পুরুষ: সোঽহমস্মি।। ১৬।।"[১৫]

অর্থাৎ রামায়ণে সূর্যদেব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সূর্য সকল দেবতার স্বরূপ, তেজস্বী সূর্য নিজের রশ্মি দ্বারা জগতের সত্তা ও স্ফূর্তি প্রদান করেন। তিনি দেবতা, সুর ও ত্রিলোককে রক্ষা করেন। ইনি হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবস্কন্দ, প্রজাপতি,

মহেন্দ্র,ধনদ, কাল,যম, সোম ও বরুণ। ইনিই পুনরায় পিতৃগণ অষ্টবসু আশ্বিনীদ্বয়, মরুদ্গণ, মনু, বায়ু, বহ্নি, সবিতা দিবাকর, শম্ভু, মার্তণ্ড ও অংশুমান প্রভৃতি।

উপনিষদে মাতা-পিতা-শিক্ষকাদিকে দেবতুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে– মাতৃদেব ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।[১৬] কৈকেয়ী যখন রামকে দশরথের প্রতিশ্রুতির কথা বলছেন – রাজা আমাকে দুটি বর প্রতিশ্রুতি করেছিলেন। এখন তিনি অনুতাপ করছেন। সত্যই ধর্মের মূল, অতএব রাজা যেন তোমার প্ররোচনায় কুপিত হয়ে সত্যত্যাগ না করেন। শুভ বা অশুভ রাজা যা বলবেন তাই তুমি করবে। কৈকেয়ীর কথার উত্তরে রাম বলেছিলেন –

"অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্ রাজ্ঞঃ পতয়েমপি পাবকে।।
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং পতেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ।।
তদ্ ব্রুহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো স্বির্নাভিভাষতে।।১৮/২৮-৩০।।"[১৭]

অর্থাৎ অহো দেবী, আমাকে এমন কথা বলবেন না। আমি রাজার কথায় অগ্নিতে প্রবেশ করতে পারি। কারণ তিনি আমার দেবতুল্য গুরু, পিতা, নৃপ ও হিতার্থী। তাঁর আজ্ঞা পালন করা আমার কর্তব্য।

রামায়ণে জগতের নশ্বরতা প্রতিপাদক কিছু উক্তি আছে, অধিকাংশের বক্তা রাম। দশরথের মৃত্যুতে ভরত যখন বিলাপ করছিলেন তখন জগৎ তথা শরীরের নশ্বরতা বিষয়ে ভরতকে উপদেশ দিয়েছিলেন। শরীরের নশ্বরতা নিয়ে বলা হচ্ছে– শস্য যেমন পরিপক্ক হয়ে মরে যায়, ঠিক সেরূপ মানুষও জীর্ণ হয়ে মরে যায়। মৃত্যুর পর আবার যেমন শস্য উৎপন্ন হয়, সেরূপ মানুষও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চলতে থাকে। অতএব এই জগৎ ও জগতের সকল বস্তু সদা পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল। এই উপদেশই শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা ভরতকে দিয়েছিলেন।

ভারতীয়দের কাছে রামরাজ্য, শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী প্রভৃতি চরিত্র অত্যন্ত মনোগ্রাহী। কারণ সর্বগুণসম্পন্ন রামচন্দ্র ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ভারতীয় পারিবারিক জীবনের আদর্শ। *রামায়ণ* মহাকাব্য সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বহু মূল্যবান সমালোচনা করেছেন। তবে বাস্তবিক ভারতবর্ষের যা কিছু উচ্চাদর্শ, ভাব-সম্পদ, যার মধ্যে আছে শ্রেয়োধর্মের ধ্রুবত্ব, জ্ঞানের বিভূতি ও প্রেমভক্তির স্নিগ্ধতা, সেই সব আদর্শের সুসংহত এক জীবন্ত চিত্রকল্প *রামায়ণ*-মহাকাব্যে অঙ্কিত হয়েছে। *রামায়ণের* প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে উপনিষদের মূল ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। তাদের কর্তব্য-কর্মের মধ্য দিয়ে, কর্ম ও কর্মফল, নিষ্কামকর্ম, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি উপনিষদের তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

Reference:

১. বসু, রাজশেখর, *বাল্মীকি রামায়ণ,* বালকাণ্ড, পৃ. ৬
২. স্বামী জুষ্টানন্দ, *ঈশোপনিষৎ,* পৃ. ১
৩. *উপনিষদ্গ্রন্থাবলী,* তৃতীয়খন্ড, *ঈশোপপনিষৎ,* পৃ. ১
৪. বসু, রাজশেখর, *বাল্মীকি রামায়ণ,* পৃ. ৭৪
৫. *উপনিষদ্গ্রন্থাবলী,* তৃতীয়খন্ড, *ঈশোপনিষৎ,* পৃ. ১
৬. *উপনিষদ্গ্রন্থাবলী,* দ্বিতীয় খন্ড, *শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ,* পৃ. ৭
৭. মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথতর্কভূষণ, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* চতুর্থাধ্যায়, পৃ. ২৮৮
৮. *উপনিষদ্গ্রন্থাবলী, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়োপনিষৎ,* তৃতীয়খণ্ড, পৃ. ১৩২
৯. *তদেব,* পৃ. ১৩২
১০. *কঠোপনিষদ্,* পৃ. ৫৯
১১. বসু, রাজশেখর, *বাল্মীকি রামায়ণ,* পৃ. ৯

১২. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, চতুর্থাধ্যায়, পৃ. ২৫৮
১৩. *উপনিষদ্গ্রন্থাবলী*, তৃতীয়খন্ড, *কেনোপনিষদ্*, পৃ. ৫
১৪. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, চতুর্থাধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ, পৃ. ৮১
১৫. *উপনিষদ্গ্রন্থাবলী*, তৃতীয়খন্ড, *ঈশোপনিষৎ*, পৃ. ৩-৪
১৬. *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্*, শিক্ষাবল্লী, তৃতীয়খন্ড, পৃ. ৫৩
১৭. বসু, রাজশেখর, *বাল্মীকি রামায়ণ*, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ. ৮২

Bibliography:

ঈশোপনিষদ্, অনুবাদক স্বামী জুষ্টানন্দ, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ (দশম পুনর্মুদ্রণ)।

উপনিষদ্ (সম্পাদকের নাম অনুল্লিখিত), গোরক্ষপুর : গীতাপ্রেস, ২০১৪ (একাদশ পুনর্মুদ্রণ)।

কঠোপনিষদ্ (শঙ্কর ভাষ্য সহিত), অনুবাদক ও সম্পাদক-ব্রহ্মচারী মেধা চৈতন্য, কলিকাতা, আদ্যাপীঠ বালকাশ্রম।

দত্ত, স্বস্তিকা, *রামায়ণসমীক্ষা-জীবন ও দর্শন*, কলিকাতা, (প্রকাশনার নাম অনুল্লিখিত), ১৯৫৪।

মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র, *উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী* (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, বসুমতীকর্পোরেশন লিমিটেড, ২০১৪ (পুনর্মুদ্রণ)।

বাল্মীকি, *রামায়ণ*, সারনুবাদক রাজশেখর বসু, কলিকাতা, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ (নবম পুনর্মুদ্রণ)।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, সম্পাদক করুণাসিন্ধু দাস, বেচারাম ঘোষ, সুবুদ্ধিচরন গোস্বামী, কলিকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১০ (পুনর্মুদ্রণ)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সম্পাদক প্রমথনাথতর্কভূষণ, কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুঠীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩ (পুনর্মুদ্রণ)।